গণির ভারতাদিকথা এবং [illegible] গ্রন্থদ্বয়ে রামায়ণ-মহাভারতের বহু কাহিনী অন্তর্ভুক্ত।

ভগবদ্গীতা ঃ

মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের[৭৫] অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কালক্রমে এক স্বতন্ত্র গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করে। গীতা ভারতীয় ধর্মসাধনা ও অধ্যাত্মভাবনার ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরূপে অবিসংবাদী প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। গ্রন্থকারের মতে এর প্রকৃত নাম ভগবদ্গীতা উপনিষদ এবং আলোচ্য বিষয় হল ব্রহ্মবিদ্যা ও যোগশাস্ত্র[৭৬]। অবশ্য প্রাচীন টীকাকারগণ (শঙ্করাচার্য, শ্রীধর স্বামী, রামানুজ প্রভৃতি) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ভগবদ্গীতা বা শুধু গীতা নামেই গ্রন্থটির উল্লেখ করেছেন। প্রচলিত ঐতিহ্য অনুসারে গীতা মহাভারতের অংশ, সুতরাং বেদব্যাসই এর রচয়িতা। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য নামান্তরে চণ্ডীর ন্যায় গীতারও অপর নাম সপ্তশতী অর্থাৎ শ্লোকসংখ্যা আনুমানিক ৭০০[৭৭]। আধুনিক কালে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচ্য গ্রন্থ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাঁদের আলোচনা কয়েকটি মৌল প্রশ্ন বা সমস্যাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে—

গীতা মূল মহাভারতের অন্তর্গত কি না? গীতার মূলরূপটি কি অপরিবর্তিত? ১৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত গীতার শ্লোক সংখ্যা প্রায় ৭০০। প্রত্যেক অধ্যায়ে এক একটি বিষয় আলোচিত—১ম বিষাদযোগ, ২য় সাংখ্যযোগ, ৩য় কর্মযোগ, ৪র্থ জ্ঞানযোগ, ৫ম সন্ন্যাসযোগ, ৬ষ্ঠ ধ্যানযোগ, ৭ম জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ, ৮ম অক্ষরব্রহ্মযোগ, ৯ম রাজযোগ, ১০ম বিভূতিযোগ, ১১শ বিশ্বরূপদর্শন, ১২শ ভক্তিযোগ, ১৩শ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগ যোগ, ১৪শ গুণত্রয়বিভাগযোগ, ১৫শ পুরুষোত্তমযোগ, ১৬শ দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগ, ১৭শ শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ, ১৮শ মোক্ষযোগ। প্রত্যেক অধ্যায়ে আলোচ্য মূল বিষয়ের সঙ্গে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিবিধ বিষয়ও আলোচিত, যেমন—

১ম—সূচনায় পাণ্ডব ও কৌরব পক্ষের যুদ্ধপ্রস্তুতি, অর্জুনের বিষাদ, যুদ্ধের ফলে কুলক্ষয়, বর্ণসঙ্কর ও অন্যান্য নৈতিক বা সামাজিক পাপবোধের চিন্তা ও ধনুর্বাণত্যাগ;

২য়—মোহাচ্ছন্ন অর্জুনকে কৃষ্ণের উৎসাহ, আত্মার অবিনাশিত্ব, ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য, কর্মযোগের শ্রেষ্ঠতা, বিষয়চিন্তার কুফল, ইন্দ্রিয়-সংযমের প্রয়োজনীয়তা;

৩য়—কর্মযোগের আবশ্যিকতা, আত্মজ্ঞানীর কর্মাভাব, স্বধর্মের শ্রেষ্ঠতা, কাম-ক্রোধাদির ফলে পাপাচরণ, কামাদি রিপু থেকে মুক্তির উপায়;

৪র্থ—কর্মযোগের প্রাচীনত্ব, অবতারতত্ত্ব, চতুর্বর্ণ, বিবিধ যজ্ঞের বর্ণনা, জ্ঞানের সাধনা ও ফল;

৫ম—কর্ম ও সন্ন্যাসযোগের তুলনা, স্বভাবের কর্তৃত্ব, ঈশ্বরের আরাধনা, ব্রহ্মনির্বাণ ও মনঃসংযম;

৬ষ্ঠ—সন্ন্যাসীর কর্মফলত্যাগ, যোগসিদ্ধির লক্ষণ, ধ্যান ও সমাধি, ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব;

৭ম—শাস্ত্রজ্ঞান ও আত্মোপলব্ধি, ত্রিগুণাত্মক জগৎ, ৪ প্রকার ভক্ত, জ্ঞানীর শ্রেষ্ঠত্ব, ভক্তির দ্বারা মোহজয় ও মুক্তির উপলব্ধি;

৮ম—ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ও আধিদৈবিক বিষয়ালোচনা, মৃত্যুকালে ঈশ্বরচিন্তা, সর্বদা ভগবানের মনন, পরমাত্মাই পরমগতি, দেবযান ও পিতৃযান;

৯ম—ঈশ্বরের যোগৈশ্বর্য, অবতারতত্ত্ব, ভক্তের দৈবী প্রকৃতি, ভক্তির দ্বারা পাপমুক্তি;

১০ম—ঈশ্বরের স্বরূপজ্ঞানে মুক্তি, ভগবানের বিভূতি;

১১শ—বিশ্বরূপদর্শন, অর্জুনের দ্বারা কৃষ্ণের স্তব, কৃষ্ণ কর্তৃক পুনরায় স্বরূপধারণ;

১২শ—সগুণ ও নির্গুণ উপাসনা, ভক্তি ও নিষ্কাম কর্ম, ভক্তের লক্ষণ;

১৩শ—প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্ব;

১৪শ—সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণের স্বরূপ, ভক্তির দ্বারা গুণের প্রভাব অতিক্রমণ ও ব্রহ্ম-জ্ঞানলাভ;

১৫শ—সংসারবৃক্ষের বর্ণনা, বৈরাগ্যমাহাত্ম্য, মৃত্যুর পর সূক্ষ্মশরীর, ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্ব, গুহ্যতম গীতাশাস্ত্র;

১৬শ—দৈবী ও আসুরী প্রকৃতি, নরকের ত্রিবিধ দ্বার—কাম, ক্রোধ ও লোভ, কামাদি ত্যাগের ফলের শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি, শাস্ত্রজ্ঞানের দোষ এবং শাস্ত্রাচরণের সুফল;

১৭শ—ত্রিবিধ শ্রদ্ধা, ত্রিগুণভেদে ত্রিবিধ আহার, ত্রিবিধ যজ্ঞ—কায়িক, বাচিক ও মানসিক; ত্রিবিধ দান প্রভৃতি;

১৮শ—সন্ন্যাস ও ত্যাগ, যজ্ঞ-দান-তপস্যা, ত্রিবিধ কর্মপ্রেরণা, ত্রিবিধ জ্ঞান, বুদ্ধি ধৃতি, চতুর্বর্ণের স্বভাব, স্বধর্মনিষ্ঠা, সর্বহৃদয়ে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান, গীতাজ্ঞানের অধিকারী, গীতার পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণের ফল, অর্জুনের সন্দেহনিবৃত্তি।

প্রাচীনপন্থী ধর্মপ্রাণ বিবুধগণের মতে গীতা নররূপী শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী এবং কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনকে এই উপদেশ বাণী প্রদত্ত। আধুনিক পণ্ডিতেরা অনেকে যেমন গীতাকে মহাভারতের অংশ এবং ১৮ অধ্যায় পর্যন্ত সমগ্র রচনাকে মৌলিক বলে স্বীকার করেন, তেমনি অনেকে পূর্বোক্ত মতবাদ খণ্ডনপূর্বক বিভিন্ন সিদ্ধান্ত স্থাপন করেছেন। বিরোধী সমালোচকদের অনুমান গীতা একটি প্রাচীন, অথবা অর্বাচীন উপনিষদ, কিংবা ভাগবত দর্শন ও ধর্মসাধনার বিবিধ তত্ত্বের সঙ্কলন এবং পরবর্তী যুগে ভাগবত সম্প্রদায়ের দ্বারা মহাভারতের মধ্যে অন্তর্ভাবিত[৮৮]।

সামগ্রিক বিচারে গীতায় সাংখ্য-যোগ, জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি এবং মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শনের সমন্বয় সাধিত[৮৯]; দ্বৈত, অদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত কোনও বিশেষ দার্শনিক মত বা তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা নয়[৯০]। গীতায় বৈদিক ধর্মের অনুসারী শ্রৌত অনুষ্ঠানাদির ব্যবহারিক মূল্য স্বীকৃত হলেও অধ্যাত্মদর্শনের ক্ষেত্রে তার গুরুত্ব হ্রাস করা হয়েছে। ভক্তির আদর্শসমন্বিত কর্মবাদের তত্ত্ব যেমন প্রশংসিত, তেমনি জ্ঞানমার্গের শ্রেষ্ঠত্বও স্বীকৃত। বহু দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে আচরিত যজ্ঞ, উপাসনা, ব্রত প্রভৃতির লৌকিক ফলশ্রুতি ঘোষিত, উপনিষদুক্ত দেবযান, পিতৃযান প্রভৃতি বিবিধ মার্গ, সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব, ব্রহ্মবিদ্যা ও আত্মজ্ঞান লাভের উপায়, জন্মান্তরবাদ, বৈচিত্র্যের মাধ্যমে অদ্বৈতোপলব্ধি, কর্মসাধনা, সন্ন্যাস, কৃষ্ণ, ভাগবত ও বিষ্ণুধর্মের সমন্বয়, ভগবদ্‌ভক্তি ও নীতিধর্মের তত্ত্ব ব্যাখ্যাত।

Scanned with CamScanner

মহাভারত-যুদ্ধের প্রাক্‌কালে রণাঙ্গনে সমবেত দুই পক্ষের উপস্থিতিতে কৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনকে প্রদত্ত গীতার তত্ত্ব ও উপদেশাবলী ১৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত। মহাভারতে মূল কাহিনী বর্ণনার সঙ্গে এরূপ অপ্রাসঙ্গিক দীর্ঘ বিষয়ের উপস্থাপনা অনেক আছে; তবে দর্শন ও ধর্মের তত্ত্বপ্রতিপাদনে এমন আঙ্গিক সম্পূর্ণ অভিনব। সূচনায় কৃষ্ণের প্রতি অর্জুনের যে প্রশ্ন ছিল, ২।৩৮ শ্লোক পর্যন্ত তার উত্তর; অবশিষ্ট অংশটি প্রসঙ্গের সঙ্গে অবান্তর। গীতার বিভিন্ন উক্তির মধ্যে কখনও কখনও পরস্পরবিরোধ,[৮১] ধর্মীয় কুসংস্কার[৮২] ও প্রচলিত লোকবিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি[৮৩] লক্ষ্য করা যায়। গীতায় পরমাত্মার সঙ্গে সর্বভূতের একাত্মতা প্রতিপাদিত, কিন্তু এই জীবাত্ম-পরমাত্ম-যোগ বেদান্তের অদ্বৈতবাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন নয়। অন্যদিকে সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্বও সংশোধিত আকারে গৃহীত। লৌকিক ধর্ম ও নীতিতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে গীতা ঈশ্বরভক্তি ও সদাচারের সমন্বিত আদর্শের প্রতীক। প্রাচীন ভারতীয় আস্তিক দর্শন, ধর্মবিশ্বাস, নীতিতত্ত্বের সামগ্রিক রূপকল্পনা ও সার্বিক সমন্বয় গীতার মূল বিষয়।

পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত অনুসারে আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ৫ম-৪র্থ শতকে গীতা বর্তমান রূপে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত। এর মধ্যে বৌদ্ধ দর্শনের কোনওরূপ প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। তবে গীতার মৌলিক অংশটি কোন্ সময়ে মহাভারতের অন্তর্গত হয়, অথবা মহাভারতের অন্তর্গত মূল গীতা কোন্ সময়ের মধ্যে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করে তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় দার্শনিক আচার্য ও প্রখ্যাত পণ্ডিতগণ অনেকেই গীতার টীকা রচনা করেছেন। শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব, মধুসূদন, শ্রীধরস্বামী, আনন্দগিরি, সদানন্দ, দৈবজ্ঞপণ্ডিত প্রভৃতির টীকা ও ভাষ্য প্রসিদ্ধ। আধুনিক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ প্রসিদ্ধ টীকা ও টিপ্পনীর অনুবাদ করেছেন।

প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক ভারতীয় দর্শনগ্রন্থসমূহের মধ্যে ভগবদ্‌গীতা অন্যতম জনপ্রিয় গ্রন্থ। একে অনুকরণ করে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায়ের অনুগামী ভক্তকবিরা পুরাণ এবং শৈব ও শাক্ত আগমের অংশরূপে বহু গীতা রচনা করেন, যেমন রামগীতা, শিবগীতা, শম্ভুগীতা কপিলগীতা, শক্তিগীতা, গণেশগীতা, নারদগীতা, ভক্তিগীতা, পাণ্ডবগীতা, উত্তরগীতা, গুরুগীতা, জীবন্মুক্তিগীতা, পঞ্চদশী গীতা প্রভৃতি।

হরিবংশ[৮৪] ঃ হরিবংশ মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের অতিরিক্ত অংশ বা 'খিল পর্ব' নামে পরিচিত। পণ্ডিতদের অনুমান হরিবংশ মহাভারত অপেক্ষা অর্বাচীন কালের রচনা এবং ভারতকথার প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে মহাভারতের পরিশিষ্টরূপে সংযোজিত। সূচনাতেই মহাভারতের সঙ্গে এর সম্পর্ক উল্লেখ করা হয়েছে[৮৫]—রাজা জনমেজয় মহাত্মা বৈশম্পায়নের মুখে বৃষ্ণিবংশের ইতিহাস শুনতে চান, কারণ মহাভারতে বৃষ্ণিবংশের বৃত্তান্ত অনুক্ত; তাই বৈশম্পায়ন পুরাণের ক্রমে বংশ, মন্বন্তর ইত্যাদি বিভাগ অনুসারে হরিবংশ (মূলতঃ হরি অর্থাৎ কৃষ্ণের বংশ অর্থাৎ যদুবংশ ও কৃষ্ণচরিত) বর্ণনা করেন।

Scanned with CamScanner

খিল পর্বরূপে উল্লেখ করার সম্ভাব্য অর্থ হল এরপর মহাভারতের কোনওরূপ প্রক্ষেপ বা পরিবর্তন অবাঞ্ছনীয়। মহাভারতের অন্তর্ভুক্তি দাবী করা হলেও বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের বিচারে হরিবংশকে প্রাচীনতম পুরাণ বলা উচিত। বিদ্বজ্জনের মতানুসারে মহাভারতের ন্যায় হরিবংশের মূল রচনা আকারে ছোট ছিল এবং পরবর্তীকালে বিবিধ সংযোজনের মাধ্যমে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। অবান্তর কালের সংযোজনে প্রধানতঃ বিষ্ণু, ভাগবত ও ভবিষ্য এবং অন্যান্য পুরাণের বিশেষ প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। বৃষ্ণি বংশের কেন্দ্রীয় চরিত্র কৃষ্ণের জীবনীই মূল রচনার বিষয়বস্তু ছিল, তৎকারণে গ্রন্থটি হরিবংশ আখ্যায় অভিহিত। কৃষ্ণের জীবনী সম্পর্কিত মৌলিক কাহিনীর সঙ্গে তজ্জাতীয় বিবিধ আখ্যান এবং (দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের অন্তর্গত) অন্যান্য অপ্রাসঙ্গিক কাহিনীগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অর্বাচীন কবি ও পণ্ডিতগণের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হয়[৮৬]।

১৮০০০ শ্লোক সম্বলিত সমগ্র হরিবংশ ৩১৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত; অধ্যায়গুলি তিনটি পর্বের অন্তর্গত—হরিবংশ পর্ব (৫৫ অধ্যায়), বিষ্ণু পর্ব (১২৮ অধ্যায়) এবং ভবিষ্য পর্ব (১৩৫ অধ্যায়)[৮৭]।

প্রধান প্রধান বিষয়সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ হরিবংশ ও বিষ্ণু পর্ব—আদিসর্গ, দক্ষসৃষ্টি, মরুৎ উৎপত্তি, পৃথু উপাখ্যান, মন্বন্তর, সগরচরিত, সগরবংশ, আয়ুবংশ, পুরুবংশ, যযাতি বংশ, বিষ্ণু ও কালনেমির কাহিনী, কৃষ্ণজন্ম ও বাল্যলীলা, ঊষা-অনিরুদ্ধ আখ্যান, যুগান্তলক্ষণ, কলিযুগ প্রভৃতি। প্রথম পর্বের অন্তর্গত সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ের বর্ণনা এবং তৎপ্রসঙ্গে বেণ, পৃথু, ধ্রুব, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতির আখ্যান, দেবাসুর-যুদ্ধ প্রভৃতি কাহিনী পুরাণের আঙ্গিকে পরিকল্পিত।

ভবিষ্যপর্বের অন্তর্গত কাহিনী এবং অবান্তর বিষয়সমূহ—ভবিষ্যৎ মন্বন্তর, মন্বন্তর-কালবিভাগ, পিতৃশ্রাদ্ধের মাহাত্ম্য, শ্রাদ্ধের ক্রিয়াকল্প, উর্বশী-উপাখ্যান, চন্দ্রতারা কাহিনী, জমদগ্নি-বিশ্বামিত্র কাহিনী, আর্যাস্তব, নরকাসুরের উপাখ্যান, হরিভক্তি-মাহাত্ম্য, ভূদান-প্রশংসা, অঙ্গদান, গোদান ও অন্যান্য দানকর্মের মাহাত্ম্য, ধর্মপ্রশংসা, পুরাণ-পুশংসা, নরকবৃত্তান্ত, পাপভেদ, ভগীরথ প্রভৃতির মহিমা, শ্রীকৃষ্ণের মহিমা, জয়ন্তী-মাহাত্ম্য, সৎসঙ্গ-মাহাত্ম্য কাবেরী-মাহাত্ম্য, চাতুর্মাস্য, মহানবমী ও অন্যান্য ব্রতের মহিমা, ভারতমাহাত্ম্য, মধুকৈটভ-বধ, জনমেজয়ের অশ্বমেধ যজ্ঞ, বিষ্ণুর বরাহ ও বামন অবতার, ত্রিপুরধ্বংস, কৃষ্ণলীলা-সংক্রান্ত নানান পুরাবৃত্ত প্রভৃতি।

হরিবংশ ও ভাগবতের কৃষ্ণ-কাহিনীর মধ্যে বেশ অমিল আছে। হরিবংশের বিষ্ণুপর্বে কৃষ্ণের জীবনকাহিনী আদ্যোপান্ত বর্ণিত; মহাভারত-প্রসিদ্ধ কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গে হরিবংশে ও পুরাণে অঙ্কিত কৃষ্ণের কাহিনীতে অনেক পার্থক্য আছে। ভাগবত পুরাণেও কৃষ্ণচরিত সম্ভবতঃ হরিবংশোক্ত কৃষ্ণচরিত্রের পরিবর্ধিত রূপ; হরিবংশ অপেক্ষা ভাগবতে কৃষ্ণলীলার অলৌকিক উপাখ্যানগুলির প্রাধান্য বেশি। তবে অর্বাচীন কালের প্রসিদ্ধ রাধা-কৃষ্ণ কাহিনী হরিবংশ ও ভাগবতে পাওয়া যায় না, যদিও হরিবংশ অপেক্ষা ভাগবতে শৃঙ্গারের উপাদান অনেক বেশি।

Scanned with CamScanner

টীকাগুলির মধ্যে নীলকণ্ঠের (১৬৫০-৯০ খ্রী.) টীকা বিশেষ প্রসিদ্ধ। টীকাকার নীলকণ্ঠ বেদের ৬০টি মন্ত্র উদ্ধার করে বৈদিক কাহিনীর সঙ্গে কৃষ্ণকাহিনীর যোগসূত্র প্রদর্শন করেছেন।

Scanned with CamScanner